১৩৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR. ৯ 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

খুলনা আহসান উল্লাহ কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

খুলনা, ৮ই এপ্রিল ঃ মহানগরীর আহসান উল্লাহ কলেজের অধ্যক্ষ আলী আহমদের বিরুদ্ধে ঘুস-দুর্নীতি, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, কলেজ পরিচালনায় স্বেচ্ছাচারিতা, ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি, স্বজনপ্রীতি ও অব্যবস্থার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের পরিচালনা পরিষদ অধ্যক্ষকে বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

আহসান উল্লাহ কলেজের পরিচালনা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি একটি অখ্যাত পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ২১ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের জন্য অধ্যক্ষ প্রচেষ্টা চালান। অথচ এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে পরিচালনা পরিষদ মোটেই অবগত নয়। অভিযোগ রয়েছে যে, অধ্যক্ষ গোপনে ওই ২১টি পদে নিয়োগদানের জন্য ২১ জন প্রার্থীর কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা ঘুস গ্রহণ করেছেন। এ ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থার কথা ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর গত ১৪ই মার্চ কলেজের পরিচালনা পরিষদের এক জরুরি সভা আহ্বান করা হয়।

কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ওই সভায় বিস্তারিত আলোচনাশেষে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত কয়েকজন সদস্য অধ্যক্ষকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের প্রস্তাব দিলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন ও অনুনয় বিনয় শেষে সদস্যগণ দয়াপরবশ হয়ে তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে চৌধুরী হালিমা আক্তারকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। সভায় খুলনার ৫ সদস্যবিশিস্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে গোপনে ২১ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের চেষ্টা করা হয়েছিল তা সর্বসম্মতভাবে বাতিল করা হয়।

পরিচালনা পরিষদের কয়েকজন সদস্য জানিয়েছেন, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের জন্য অধ্যক্ষ বিপুল পরিমাণ টাকা ঘুস নিয়েছেন। তারা এখন টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য ঘুরছেন।

এদিকে তদন্ত কমিটির সদস্য ও কলেজের প্রভাষক এস এম আবদুস সালাম গত ৫ই এপ্রিল সোনাডাঙ্গা থানায় একটি জিডি করেছেন। অধ্যক্ষ আলী আহমদ তাকে জীবননাশের হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

খুলনা দুর্নীতি দমন ব্যুরো অধ্যক্ষ আলী আহমদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করেছে।

এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ আলী আহমদের বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তবে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দুর্নীতি-অনিয়মের কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।